রুকইয়াহ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা

রুকইয়াহ কী?

রুকইয়াহ একটি আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ঝাঁড়ফুক করা। পারিভাষায় রুকইয়াহ বলা হয়–নিজের বা অন্যের সুস্থতা অথবা বিশেষ কোনো লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের আশায় কুরআনের আয়াত, হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন দোয়া, আল্লাহ তায়ালার কোনো নাম অথবা বৈধ অর্থবোধক কোন বাক্য পাঠ করে আক্রান্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে ঝাঁড়ফুক করা।

কুরআনের মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন – "আমি কুরআনে এমন বিষয় নাজিল করি; যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।" ((সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৮২)

বিঃদ্রঃ শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার জন্য রুকইয়াহ করা যায়। তবে জ্বীন, যাদু, বদনজর, হাসাদ ইত্যাদি প্যারানরমাল সমস্যাগুলোর জন্যই বিশেষভাবে রুকইয়াহ করা হয়ে থাকে।

রুকইয়ার বিধান

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “রুকইয়াহতে যদি শিরক না থাকে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৫৪৪)

বিশুদ্ধ আক্বিদা: উলামায়ে কিরামের মতে রুকইয়াহ করার পূর্বে এই আক্বিদা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া উচিত যে, "রুকইয়াহ বা ঝাড়ফুঁকের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই, সব ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার, আল্লাহ চাইলে সুস্থ হবে, নইলে নয়।"

ফিক্বহী বিধান: ফক্বিহদের মতে রুকইয়াহ বৈধ হওয়ার জন্য ৪ শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক। যথা–

১. রুকইয়াহতে কোন শিরক বা কুফরির সংমিশ্রণ না থাকা।
২. ঝাড়ফুঁকের নিজস্ব কোন সক্ষমতা আছে, এমন বিশ্বাস না রাখা; বরং এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই এর প্রভাব হয়, আল্লাহর ইচ্ছাতেই এর দ্বারা আরোগ্য হয়।
৩. রুকইয়াহতে যা পাঠ করা হবে তা স্পষ্ট আরবি ভাষায় হওয়া।
৪. যদি অন্য ভাষায় হয়, তবে এমন হওয়া; যার অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

রুকইয়াহ-এর প্রামাণিকতা

হাদিসের বহু জায়গায় রুকইয়াহর বিষয়ে আলোচনা এসেছে। এসব হাদিস থেকে স্বয়ং নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জিবরাইল আলাইহিস সালাম ও সাহাবিগণের রুকইয়াহ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। **যেমন** –

(১) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিবরাইল আলাইহিস সালাম রুকইয়াহ করেছেন। (সহিহ মুসলিম,হাদিস নং ২১৮৬)

(২) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ ব্যক্তিকে রুকইয়াহ করেছেন। (সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৫২১)

(৩) অসুস্থ থাকাকালীন আয়েশা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রুকইয়াহ করেছেন। (সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৫২৯)

(৪) সাহাবিগণ অন্যদেরকে রুকইয়াহ করেছেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫৩৩১)

যেসব সমস্যার জন্য রুকইয়াহ করা হয় :

শরীরিক বিভিন্ন সমস্যার জন্য রুকইয়াহ করা যায়। যেমন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যথাজনিত সমস্যা, জ্বর, বিষাক্ত পোকামাকড়ের দংশন ইত্যাদি সমস্যায় রুকইয়াহ করেছেন। তবে এখন সাধারণত জ্বীন, জাদু, বদনজর, হাসাদ ইত্যাদি প্যারানরমাল সমস্যাগুলোর জন্যই বিশেষভাবে রুকইয়াহ করা হয়ে থাকে।

জাদুর ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে –

= সবকিছু ঠিক থাকা সত্বেও অকারণে বিয়ে না হওয়া।
= স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি।
= দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা।
= মস্তিস্কবিকৃতি বা স্মৃতিভ্রম।
= পড়ালেখা বা রিজিকে বাধা।
= বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা থাকা সত্বেও ডাক্তারি পরীক্ষায় এর কোনো কারণ খুঁজে না পাওয়া।
= দীর্ঘদিন মেডিসিন নিয়েও অসুস্থতা ভালো না হওয়া ইত্যাদি।

জ্বীন-আক্রান্ত হলে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে –

= অস্বাভাবিক আচরণ।
= বিভিন্ন মানসিক সমস্যা।
= পাগলামো।
= অহেতুক ভয়।

= অতিরিক্ত হেলুসিনেশন।

= ঘুমে সবসময় প্রাইভেসি নষ্ট হওয়া ইত্যাদি।

বদনজর-হাসাদের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে –

= অলসতা।

= কাজকর্মে অনীহা।

= জ্বর কিংবা ঠান্ডাজনীত সমস্যা।

= শিশুদের অতিরিক্ত কান্নাকাটি।

= বুকধড়ফর করা।

= পেটে বিভিন্ন অসুখ হওয়া।

= রিজিকে বরকত কমে যাওয়া ইত্যাদি।

রুকইয়াহ কীভাবে করা হয়?

যদি কারও রুকইয়াহ সম্পর্কিত জ্ঞান থাকে তাহলে সে নিজেই নিজের সমস্যার জন্য "রুকইয়াহ" করতে পারবে। আর যদি এ বিষয়ে তার জানাশোনা না থাকে তাহলে সে একজন অভিজ্ঞ রাক্বীর (যিনি মানুষদের রুকইয়াহ করে দেন) শরণাপন্ন হবে। যিনি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে পাশে বসিয়ে তার সুস্থতার নিয়তে কুরআনের আয়াত , হাদিসে বর্ণিত দোয়া, আল্লাহ তায়ালার কোন নাম অথবা অভিজ্ঞতার আলোকে উপকারিতা প্রমাণিত এমন বৈধ অর্থবোধক কোন বাক্য পাঠ করে ঝাঁড়ফুক করবেন। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো , এসবের মধ্যে কোনো শিরকি বাক্য, মন্ত্র, বা শরীয়তপরিন্থী কোনো বিষয় থাকতে পারবে না।

এ ছাড়াও রাক্বীগণ পেশেন্টের অবস্থাভেদে জ্বীনের কন্ট্রোল ছাড়ানো এবং শরীর থেকে যাদুর প্রভাব দূর করার জন্য শরীরের বিভিন্ন জায়গায় থাকা জ্বীন -যাদুর গিঁট, হুসুন ইত্যাদি খুঁজে বের করে সেসব নষ্ট করার জন্য অভিজ্ঞতালব্ধ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন।

বি: দ্র: রাক্বীর কাছে রুকইয়াহ করার পর তিনি রুগীকে কিছু আমল সাজেস্ট করে দেন। সেগুলো বাড়িতে চালিয়ে যেতে হয়। যেটাকে সেল্ফ রুকইয়াহ বলা হয়। এর মধ্যে থাকতে পারে: কুরআন তেলাওয়াত, বিভিন্ন দোয়া, মাসনুন আমল, রুকইয়াহর অডিও, বদনজর কিংবা বড়ই পাতার গোসল ইত্যাদি।